ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) শেষ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হলো। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটসভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৪ জুন থেকে আগামী ২১ জুন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম ও আবাসিক হলগুলো বন্ধ থাকবে। একই সঙ্গে ছাত্রদের গতকাল বিকেল ৫টা এবং ছাত্রীদের আজ সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন

- ছাত্রলীগের দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের জের
- আগামী ২১ জুন পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রম ও আবাসিক হল বন্ধ
- গতকাল বিকেল ৫টার মধ্যে ছাত্রদের এবং আজ সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ছাড়ার নির্দেশ

চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীন ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান নওফেলের অনুসারী হিসেবে পরিচিত ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে চার দিন ধরে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। হামলা-পাল্টা হামলায় বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হন। উভয় পক্ষ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া দিয়ে আসছিল।

গতকালও ভোর ৫টা থেকে সশস্ত্র অবস্থায় হলুদ হেলমেট পরে ১৫ থেকে ২০ জনের একটি দল রামদা ও লাঠিসোঁটা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চত্বর এলাকায় অবস্থান নেয়। এরপর তারা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী আনতে চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশে রওনা হওয়া বাস আটকে তা গ্যারেজে ফেরত পাঠায়। পরে তারা রামদা ও লাঠিসোঁটা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চত্বর এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে। স্বাধীনতা চত্বরের আশপাশে কাউকে দেখলেই তার দিকে তেড়ে যাচ্ছিল দলটি। এ নিয়ে আরেক দফা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি বিভাগের কোনো শিক্ষার্থীই ক্লাসে যেতে পারেননি।

এমন পরিস্থিতিতে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ফারুক-উজ-জামান চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চলমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রম ও আবাসিক হলগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ছাত্রদের গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টা এবং ছাত্রীদের আগামীকাল বুধবার সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ডিন, ইনস্টিটিউট পরিচালক, রেজিস্ট্রার, বিভাগীয় প্রধান, প্রভোস্ট ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালকের সমন্বয়ে এক জরুরি সভার ভিত্তিতে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। চুয়েট বন্ধ ঘোষণার পর ছাত্ররা বিকেল ৫টার মধ্যে নিজেদের ব্যাগ গুছিয়ে হল ত্যাগ করেন। ছাত্ররা বৃষ্টি উপেক্ষা করে হল ছাড়েন। ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করার পর দুপুরে চুয়েটের শিক্ষকরা বিভিন্ন হলে তল্লাশি চালান। সে সময় তাঁদের সঙ্গে ছিল বিপুলসংখ্যক পুলিশ।

বিকেল সাড়ে ৪টায় সিন্ডিকেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সময় পরিবর্তন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক রেজাউল করিম ও উপপরিচালক (জনসংযোগ) ফজলুর রহমান জানান, চুয়েটের ১২৪তম জরুরি সিন্ডিকেটসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২১ জুন পর্যন্ত হল, ক্লাস, পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। ২২ জুন থেকে সব কিছু আবার চলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রফিকুল আলম বলেন ‘অস্ত্র উদ্ধারে হল রেইড করা হয়েছে। সঙ্গে পুলিশও ছিল। ’ তিনি বলেন, ‘চলমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা হল ভ্যাকেন্ট দিতে বাধ্য হয়েছি। এরপর যাতে ক্যাম্পাসে কেউ অস্ত্র নিয়ে বের হতে না পারে, সে জন্য আমরা প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছি। ’ ভিসি বলেন, ‘গত কয়েক দিনের ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ’

চুয়েট ক্যাম্পাসে অবস্থান করছিল রাউজান-রাঙ্গুনিয়া সার্কেলের এএসপি আনোয়ার হোসেন শামীম, রাউজান থানার ওসি আবদুল্লাহ আল হারুনসহ বিপুলসংখ্যক অতিরিক্ত পুলিশ।

ওসি আবদুল্লাহ আল হারুন বলেন, ‘ছাত্ররা হল ত্যাগ করেছে। দুপুরে চুয়েট কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন হল তল্লাশি করে। পুলিশও তাদের পাশে ছিল। তবে শিক্ষকরা হল থেকে কিছু পেয়েছেন কি না, তা আমাকে জানানো হয়নি। এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। ’